দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 25.2.86
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম 5 ...

19

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

পাঠ্যবই এত বদলায় কেন ঃ বোর্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

বিগত ১৩/২/৮৬ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় জনাব মোস্তফা কামালের লেখা "পাঠ্যবই এত বদলায় কেন?" শিরোনামে যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আমাদের বক্তব্যকে "খোড়া যুক্তি উপস্থাপনের প্রচেষ্টা এবং তা ভুল ধারণা নিরসনে কোনই সহায়তা করবে না" বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। পত্রলেখক জনাব মোস্তফা কামালকে দৈনিক সংবাদ-এ ৩১শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত আমাদের চিঠিটি আবারও মনোযোগ সহকারে পাঠ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। সেই চিঠিতে তাঁর অনেক প্রশ্নেরই উত্তর আছে। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য পাঠ্যবই বদলানো সম্পর্কিত বোর্ডের বক্তব্য পুনরায় তুলে ধরা হলো :

(১) "প্রতি ছয় বছর পর পর বই পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে" প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, টেক্সট বুক বোর্ডের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা প্রায় ষাটটি। বছরে দশটি করে পাঠ্যবই সংশোধন ও পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সবগুলো পাঠ্যবই সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য ছয় বছর লেগে যায়। ছয় বছর যে লাগবেই এমন ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। পাঁচ বছর কিংবা সাত বছরও লাগতে পারে। পাঠ্যবই সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তাই সময় নির্ধারণ করে থাকে। যেমন বলা যায়, ১৯৭৮ সালে প্রাথমিক শ্রেণীর যেসব পাঠ্যবই চালু করা হয়েছিল সে সব পাঠ্যবইয়ের সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ এর সাত বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা, গ্রহণক্ষমতা ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং সেই সাথে পাঠ্যবইগুলোকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য শুধু সাত কিংবা ছয় বছর নয়, পাঁচ বছর পরও পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। আমরা একথাই বলতে চেয়েছি।

(২) পত্রলেখক জনাব মোস্তফা কামাল তার চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, "তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী ও ইসলাম ধর্ম শিক্ষা, চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী ও সমাজ বিজ্ঞান, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জ্যামিতি বইয়ে কি ব্যাপার ঘটে গেল, যা ছিয়াশিতে পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে? ইংরেজী, ইসলাম ধর্ম, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে ইতিমধ্যে কি কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে?" এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, তৃতীয় শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বইটির বিষয়বস্তু ও ভাষা শিশু শিক্ষার্থীদের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় বিষয়বস্তু মোটামুটি ঠিক রেখে বইটির আমূল পরিবর্তন করা হয়। এই বিষয়ের বিষয়-নির্দেশক, শ্রেণী শিক্ষক, ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে গঠিত রচনা ও সম্পাদনা কমিটি কর্তৃক ১৯৮৫ সালে তৃতীয় শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বইটি নতুন আঙ্গিকে শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় করে রচিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য জ্যামিতি সহ গণিতের যে সব বই ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত টেক্সট বুক বোর্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে নানা কারণে সে বইগুলো সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই বইগুলোকে পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করা বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড এই কাজের দায়িত্ব বাংলাদেশ গণিত সমিতির ওপর অর্পণ করেন। তদনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ের গণিত বইগুলোর প্রকাশনা ১৯৮৪ সালে সম্পন্ন হয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের অর্থাৎ সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জ্যামিতি-সহ গণিত বইগুলো এ বছর প্রকাশিত হলো।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্যবই দুটো সম্পর্কেও এই একই কথা। উল্লিখিত বই দুটো শিশু শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে সংশোধন করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্যবইয়ের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল মার্চ ১৯৭৮ এবং এর সংশোধিত সংস্করণের প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ সাল। অনুরূপভাবে চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্যবইয়ের প্রথম সংস্করণের প্রকাশনা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সাল এবং এর সংশোধিত সংস্করণের প্রকাশকাল জুলাই ১৯৮৪ সাল।

(৩) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনড়, অটল কিংবা অপরিবর্তনীয় কোন বিষয় নয়। শিক্ষাক্রম তৈরী কাজ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স, যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী জ্ঞানের নানা তথ্য সন্নিবেশিত হয়। সময়ের গতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সামুজ্য রেখে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সংস্কার ও পরিবর্তন সূচিত হয়, পাঠ্যবই তাকে ধারণ করে এবং শিক্ষার্থীদের অব্যাহত জ্ঞানচর্চায় সহায়তা করে। প্রত্যেক দেশের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে সমসাময়িক যুগের পরিবর্তন ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়। তাই এ কথা বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত যে, "স্কুলে যে সব বই পাঠ্য করা হয়, তাতে এমন কি বিষয় বা অধ্যায় সংযোজিত রয়েছে, যা পরিবর্তন না করলেই নয়?" আমাদের বক্তব্য সমসাময়িক যুগ ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়াও অস্বাভাবিক নয়।

(৪) বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন যে ঘটে চলেছে একথা অনস্বীকার্য। এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

সম্প্রতি জেলা ও উপজেলা নতুন করে গঠিত হয়েছে এবং এগুলোর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলা প্রশাসন শিক্ষার্থীদের

(২য় পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

জন্য একটি নতুন বিষয়। পাঠ্যবই প্রশাসন-নির্ভর নয় মোটেই, তবে প্রশাসনিকসহ জাতীয় জীবনের অন্যবিধ ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন ঘটে সেগুলো পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পৌরনীতি ও অর্থনীতির বিষয়ে নতুন সংযোজন হচ্ছে। অঙ্কের বিষয়বস্তুও কোন কোন শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে নতুনভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে নিত্যনতুন বিষয় সংযোজনের ফলে পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন ঘটে থাকে।

(৫) টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্য বইয়ের ভুলভ্রান্তি ও তথ্যবিভ্রাট সম্পর্কে বোর্ডের নীরবতার কথা পত্রলেখক জনাব মোস্তফা কামাল উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, টেক্সট বুক বোর্ডের যেকোন শ্রেণীর যেকোন একটি পাঠ্যবই শুধু একটি প্রেসে নয় একাধিক প্রেসে ছাপা হয়। এই প্রেসগুলো বোর্ডের নিজস্ব নয়। মুদ্রণজনিত ভুলের জন্য সামান্য টাকা কর্তন করে মুদ্রণ বিলের টাকা পরিশোধ করা হয়। ভুল ভ্রান্তির জন্য টাকা কর্তনের ব্যবস্থা থাকলেও পাঠ্যবইয়ে ভুল থেকেই যায়। "ছাপাখানায় ভূতের" দৌরাত্ম্যের কথা সর্বজনবিদিত। ছাপাখানার এই ভূতের দৌরাত্ম্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও একেবারে নির্ভুল পাঠ্যবই উপহার দেয়া বোর্ডের পক্ষে সম্ভব পর হয় না। একথা শুধু টেক্সট বুক বোর্ডের ক্ষেত্রেই নয়, সকল বই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে বিগত বছরগুলোর তুলনায় ১৯৮৪ সাল থেকে বোর্ডের যেসব পাঠ্যবই মুদ্রণ করিত হয়েছে সেগুলোর তথ্যগত ও বানানগত ভুল সংশোধন এবং সেই সাথে ছাপার মান ও পাঠ্যবইয়ের বাঁধাই উন্নত হয়েছে কিনা তা বিচার করে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল।

সুফী মোতাহার হোসেন,
প্রধান সম্পাদক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা।